ফিল্মডিলের

বিংশতি জননী

ফিল্ম্ ডিলের

বিংশতি জননী

কাহিনী-চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

খগেন রায়

সংগীত

কালোবরণ

গীতিকার ঃ মৈত্রেয়ী দাশগুপ্তা

খগেন রায়

আলোকচিত্র পরিচালনা ঃ—তারক দাস

শিল্প নির্দ্দেশনা ঃ—বিজয় বসু

সম্পাদনা ঃ—অজিত দাস

প্রচার সচিব ঃ—গোরা ঘোষ

শব্দযন্ত্রী অন্তর্দৃশ্যে ঃ—অবনী চট্টোপাধ্যায়

সর্ব্বাধ্যক্ষ ঃ—বিষ্টু দাসগুপ্ত

রূপসজ্জায় ঃ —ত্রিলোচন পাল ও সুধীর দত্ত

ব্যবস্থাপনা ঃ—প্রশান্ত পাট্টাদার

নেপথ্যকণ্ঠে ঃ—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়।

(কোরাস)

রমলা ব্যানার্জী, অন্নপূর্ণা হালদার, ডলি, মালবিকা, ছায়া, নমিতা, ভারতী, বুলবুল।

প্রচার অঙ্কনে ঃ—গ্লাইড্‌কো ও শ্রীপালিত

স্থিরচিত্র গ্রহণ ঃ —শ্যাম মণ্ডল

পরিচয় লিখন ঃ—বুদ্ধদেব মুখার্জী

শিশির মণ্ডল

সহকারীবৃন্দ ঃ

পরিচালন ঃ—সুধাংশু বসু ও দীপেন চক্রবর্ত্তী

সংগীত ঃ—অজিত মিত্র

চিত্রশিল্পে ঃ—অমিয় সেন, শচীন মুখার্জী শ্যাম মণ্ডল, কেষ্ট মণ্ডল

শব্দযন্ত্রে ঃ—ঋষি ব্যানার্জী, পাঁচু মণ্ডল

শিল্পনির্দ্দেশনা ঃ—সতীশ মুখার্জী

সম্পাদনায় ঃ—অনিল সরকার

ব্যবস্থাপনায় ঃ—নিতাই, শংকর, শচীন, মারু

আলোকসম্পাতে ঃ—হরেন গাঙ্গুলী, সুধীর সরকার, দুখী, অভিমন্যু, সুদর্শন, সন্তোষ

॥ ক্যালকাটা মুভিটোন, রাধা ফিল্মস্, ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত, ও ইণ্ডিয়া ফিল্ম লেবরেটরিজে আর, বি মেহতার তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত ॥

শব্দ পুনঃ যোজনা—শ্যামসুন্দর ঘোষ

● কৃতজ্ঞতা স্বীকার ●

অনিল গুপ্ত, বরুণ মিত্র (শিবপুর), মনিমোহন মণ্ডল, ইণ্ডো হবি সিণ্ডিকেট, কাজী মহম্মদ আলি, (এ্যাড্‌ভোকেট)

পরিবেশনা ঃ—**ফিল্ম্ ডিল**

গল্পাংশ

তখনও ভাল করে ভোর হয়নি। গঙ্গার তীরে ছেলে কোলে বসে কে ওই আনতমুখী মেয়েটি ?

নিশ্চিন্ত শিশুটি জানেনা কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর কি অবস্থা হবে।

একটু পরেই তরুণী মা ওকে নিয়ে মা গঙ্গার বুকে চিরদিনের মত আশ্রয় নেবার জন্য পা বাড়ালো।

কিন্তু না, ওকে আমার সংগে সংগে নিশ্চিহ্ন করি কেন ? বোধ হয় মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই চিন্তাই তাকে আবার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠিয়ে নিল।

বাচ্চুকে ঘাসের ওপর রেখে সে মা জাহ্নবীর কোলে স্থান পাবার আশায় অতলে তলিয়ে গেল।

.....দুখীর ভগবান বোধ হয় সেই মুহূর্ত্তে জেগে ছিলেন। চন্দন চ্যাটার্জী প্রাতঃভ্রমন করতে বেরিয়েছিল। এত সকালে শিশুর কান্নায় সে চম্‌কে উঠলো, দেখলো একটি নধর শিশু ঘাসের ওপর শুয়ে।

কেউ যখন তাকে দাবী করল না, তখন সে কি করে ? বাচ্চাটিকে বাড়ীতে নিয়ে এলো।

বাড়ী মানে জনার্দ্দন ভট্‌চাজ্যির একতলার একখানা ঘর। চন্দন বেকার, বাঙ্গালীর তীর্থ ড্যালহাউসি স্কোয়ার অঞ্চলে নিয়মিত চাকরি খুঁজে বেড়ায়।

সহানুভূতি থাকলেও জনার্দ্দনবাবু, বিশেষ করে তাঁর স্ত্রী, নামগোত্র না জানা বাচ্চাটিকে ওখানে রাখতে রাজী হলেন না।

অতএব—অনাথ আশ্রম। না, সেখানেও ঠাঁই নেই দেখা গেল।

অতঃপর ?.....

বাড়ীওয়ালার ছেলে কচি চন্দনের বন্ধু। তার পরামর্শ মত চন্দন মামাতো বোন শিপ্রার সংগে পরামর্শ করতে কাঁঠালপাড়ায় গেল।

এর পর দেখা গেল চন্দন, বাচ্চাটিকে "প্রান্তিক নারী-ভবন"-এর বাগানে একদিন ঊষা মুহূর্তে রেখে এলো। মেয়েরা তো স্তম্ভিত! কে করলো এই দুস্কার্য্যটি! কি করবে তারা এখন বাচ্চাটিকে নিয়ে ?.....

ভোট নেওয়া হল। বাচ্চু এখানেই থাকবে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ভামিনী ঘোষাল ? অবশ্যই তাঁর শোনচক্ষুর দৃষ্টি থেকে বাচ্চুকে লুকিয়ে রাখতে হবে।

সহায় হল মেয়েদের সকলের প্রিয় নিধিরাম। নিধিরাম শুধু পরিচারক নয়, কুড়িজন বোর্ডিংবাসিনী মেয়ের বন্ধু, আত্মীয় ও পরামর্শদাতা।

নিধিরামের সাহায্যে বেশ কিছুদিন ওকে লুকিয়ে রাখা গেল। "কিন্তু এমনভাবে কতদিন চলবে ? তার চেয়ে বরং ভামিনীদিকে সব জানিয়ে দি," বললো মানসী।

বাচ্চুর ব্যাপারে মেয়েদের মধ্যে যে নেত্রী! শিপ্রার দৌত্যে চন্দনের ও তার মধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হয়ে ছিল।

অনেকবার ধরা পড়তে পড়তে ওরা বেঁচে গেল। কিন্তু এইভাবে বাঁচারও তো একটা সীমা আছে ?

দুঃসহ অবস্থা। বাচ্চুকে চন্দনের হাতে ফিরিয়ে দেয়া যায় না, যতই সে ওর জন্য পাকাপাকি আশ্রয়ের ব্যবস্থা করুক না কেন। গত্যন্তর—ভামিনী ঘোষালের কাছে সব কিছু বলে দেওয়া।

কুড়িজন মেয়ের এই অদ্ভুত সমস্যা। কি করতে পারে তারা এই উভয় সংকটের হাত থেকে নিস্তার পেতে ? .....সমাধান কিন্তু একটা হল, আর সেটাই এই কাহিনীর শেষাংশ!

সঙ্গীত

(১)

কথা ঃ—খগেন রায় ॥

এ সংসারে নেইকো দয়া—
হায়রে হায়রে।
কেঁদে মরার প্রহর গুলির
নাই বুঝি ক্ষয় নাইরে-হায়রে।
আমার দুঃখের আঙ্গিনাতে
সাথী হারা নিঝুম রাতে
স্মৃতির দুয়ার খুলে দেখি
সুখের বালাই নাইরে-হায়রে।
জহ্নু মুনির আদরিণী
কন্যা ভাগিরথী তুমি
সব হারিয়ে রিক্ত আমি
তোমার কোলে নাওরে হায়রে ॥

কণ্ঠ ঃ—সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

(২)

কথা ঃ—মৈত্রেয়ী দাশগুপ্তা

কোন গগনে চাঁদ ওরে তুই
আকাশ থেকে ঝরে,
ভোর বেলাকার স্বপ্ন হোয়ে
এলি মাটীর ঘরে।
ওরে দুষ্টু মিটে সোনা
তোরে নিয়ে ভুবন জুড়ে সোনার স্বপন বোনা
মোদের সোনার স্বপন বোনা
ওরে দুষ্টু মিঠে সোনা
ও তোর মধুর হাসি কান্না
ছড়ায় যেরে হীরে পান্না
সাত রাজার ধন মাণিক এলি
পক্ষিরাজে উড়ে।

বাণিজ্যেতে যাবে খোকন
সপ্ত ডিঙ্গা নিয়ে।
রাজকন্যা আছে যেথায় অঘোরে ঘুমিয়ে
আছে অঘোরে ঘুমিয়ে
রাক্ষসীরা বিষম ভয়ে
পালিয়ে যাবে উধাও হোয়ে বিষম ভয়ে
বিষম ভয়ে ওরে বাবা—
সোনার কাঠির পরশ লেগে
রাজকুমারী উঠবে জেগে
খোকন তখন সামনে এসে
বলবে আমি ছদ্মবেশী রাজা
ভয় কিছু নেই
রাক্ষসীদের সব দিয়েছি সাজা
তাই না শুনে মধুর হেসে
বলবে রাজার বালা
ওগো স্বপনপুরীর রাজার কুমার
নাওগো আমার মালা তুমি
নাওগো আমার মালা
খোকন তখন মালার সাথে
রাজকন্যা নিয়ে
মায়ের কাছে ফিরবে ঘরে
সপ্তডিঙ্গায় চড়ে
ওরে সপ্ত ডিঙ্গায় চড়ে
ওরে সপ্ত ডিঙ্গায় চড়ে।

কণ্ঠ ঃ—রমলা, অন্নপূর্ণা, ডলি, মালাবিকা, ছায়া নমিতা, ভারতী ও বুলবুল।

(৩)

কথা ঃ—মৈত্রেয়ী দাশগুপ্তা

আকাশ জুড়ে আজকে কিসের ইশারা।
মনের কোণে হঠাৎ কে আজ দেয় নাড়া।
আভাষ কাহার ছড়িয়ে আছে বাতাসে
পরশ কাহার পরশ কাহার
নবীন কোমল শ্যাম ঘাসে
বসন্ত বয় উতল মদির সুবাসে
স্বপ্নে কাহার অরণ্যে আজ হয় হারা
বনভূমি উতল করি কে আসে
উতল হিয়া কম্পিত আজ কার আশে
জানিনা সে কোথায় আছে কোনখানে
স্বপ্ন লোকে মন মাঝে
মোর মনে মোর মনে
সুদূরে কার বাঁশী বাজে আনমনে
মিলন লগন মধুর করা
মন ভরা ॥

কণ্ঠ ঃ—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

—ঃ ভূমিকায় ঃ—

অনুপ কুমার ॥ মাধবী মুখার্জী ॥ লিলি চক্রবর্ত্তী

গীতা দে, লতিকা দাসগুপ্তা, মিতা চ্যাটার্জ্জী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, শ্যাম লাহা, হরিধন, নৃপতি, প্রেমাংশু, অমূল্য সান্যাল, শীতল ব্যানার্জী, অজিত চ্যাটার্জী, রাজলক্ষ্মী, নিভাননী, আশাদেবী, লীলাবতী (করালী) কল্পনা, বুলবুল, সুজাতা, প্রতীমা চক্রবর্ত্তী, বেবী গীতা, গীতা বন্দ্যোঃ, অজয় কয়রাল, পরিমল, বিপদ নন্দী, রঞ্জনা সেনগুপ্তা, প্রশান্ত পাট্টাদার, মুকুন্দ, পঞ্চানন বিশ্বাস, কাশীনাথ দাস ও মাঃ তাপস

ফিল্মডিলের পক্ষে গোরা ঘোষ কর্তৃক ১০ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও ন্যাশন্যাল প্রিণ্ট এণ্ড পাবলিসিটি কর্তৃক বিবেকানন্দ প্রেস হইতে মুদ্রিত।